# ক্ষুদ্র ঋণে অধিক সুদ নারীর ক্ষমতায়নে বাধা

রিপোর্ট : **সাইফুল হাসান**

নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি নিয়ে এক দশক ধরে বেশ জোরেশোরে আলোচনা চলছে। ক্ষমতায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা নিয়ে নিয়মিত সভা-সেমিনার হচ্ছে। ধীরে ধীরে কিছু অগ্রগতিও আসছে। নারী আন্দোলনও বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত শক্তি। অনেক চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে নারী সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এটাই আশার কথা।

‘মহিলারা আজকে অল্প টাকায় অনেক বেশি লাভ করছেন। মহিলাদের এই দক্ষতায় আমি অবাক হয়েছি। অল্প ঋণে ব্যবসা করা মহিলার কাজের মান ভালো, তারা ব্যবসা শিখেছে, তাদের বাচ্চারা ভালো স্কুলে পড়ছে। মাইডাসে এখন আমরা ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দিচ্ছি’

**রোকিয়া এ রহমান**

*চেয়ারপারসন, উইমেন ইন স্মল এন্টারপ্রাইজ*

ক্ষমতায়নের প্রশ্নে নারীর আর্থিক স্বাবলম্বী হওয়া খুব জরুরি। দেশের জনসংখ্যা অর্ধেকের বেশি নারী। সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে তারা অনেক পিছিয়ে। উন্নয়নের মূলধারার সঙ্গে নারীকে সঠিকভাবে সম্পৃক্ত করা যায়নি বলেই দেশের উন্নয়ন প্রতি পদেই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সরকারের নীতি-নির্ধারক মহলও এ বিষয়ে বেশ সচেতন এখন। দেশী-বিদেশী দাতা সংস্থা, এনজিও, নারী সংগঠনগুলোও উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে যুক্ত করতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হলে সর্বপ্রথম তাদের রাষ্ট্রীয় সকল নীতির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। নারীর সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও জরুরি। ২৭ মে বৃহস্পতিবার মহিলা সমিতি অডিটোরিয়ামে ‘নারীর ক্ষমতায়ন : ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণে অনুসৃত নীতিমালায় স্বচ্ছতা’ শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উইমেন ইন স্মল এন্টারপ্রাইজ (ওয়াইজ) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের আর্থিক সহযোগিতায় এই সেমিনারের আয়োজন করে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নারী ব্যবসায়ী, নারী নেতৃবৃন্দ, এনজিও কর্মী ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থনীতিবিদ ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা সচিব ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের সদস্য সচিব মুহঃ ফজলুর রহমান। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ‘নিজেরা করি’র সমন্বয়কারী খুশী কবির ও অধ্যাপিকা ড. মাহমুদা ইসলাম। মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সালমা আক্তার। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও ওয়াইজের সভানেত্রী রোকিয়া এ রহমান।

কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সকালে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। ওয়াইজের সাধারণ সম্পাদক সিতারা আহসান উল্লাহর স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সেমিনারের মূল পর্ব শুরু হয়। সিতারা আহসানউল্লাহ তার বক্তব্যে বলেন, 'ঋণ গ্রহীতা ঋণ নীতির অস্বচ্ছতা ও উচ্চ সুদের কারণে একটি বৃত্তের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। ব্যবসা চলছে কিন্তু লাভের বিরাট একটা অংশ চলে যাচ্ছে ঋণদানকারী সংস্থার কাছে। সুদের হার অনেক ক্ষেত্রেই জেঁকে বসছে ঋণগ্রহীতাদের ঘাড়ে। ফলে ঘূর্ণায়মান এই বৃত্ত থেকে ক্ষুদ্র মহিলা উদ্যোক্তাদের কি করে মুক্ত করা যায়, সে ব্যাপারে উপায় ও কৌশল নির্ধারণ করাই এ সেমিনারের মূল লক্ষ্য।' স্বাগত ভাষণের পর সালমা আক্তার প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে আলোচকবৃন্দ প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন। প্রথমে আলোচনা করতে আসেন পরিকল্পনা সচিব মুহঃ ফজলুর রহমান। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, 'স্বাস্থ্যগত সমস্যা এবং পারিবারিক ও ব্যক্তিগত বাস্তব কিছু কারণে ঋণ গ্রহণকারী মহিলারা ঋণ যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারেন না। অনেক সময় ঋণের অর্থ চিকিৎসা খরচ হিসেবে ব্যয় করে ফেলেন। আমি সালমা আক্তারের প্রবন্ধের সঙ্গে একমত। আজকে সুদের হার কমানোর কোনো বিকল্প নেই। সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ঋণগ্রহীতা মহিলাদের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নিতে হবে। পরিকল্পনা কমিশনের সামাজিক গবেষণা পরিষদের পক্ষ থেকে মহিলাদের আমরা সামান্য কিছু সহায়তা দিচ্ছি। কিন্তু এটা পর্যাপ্ত নয়। ক্ষুদ্র মহিলা উদ্যোক্তাদের সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হলে সুদের হার অবশ্যই কমিয়ে এনে একটা সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে।' প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে 'নিজেরা করি'র সমন্বয়কারী খুশী কবির বলেন, 'আমাদের মাইক্রোক্রেডিট নিয়ে কোনো কাজ নেই। আমরা যারা এনজিওতে আছি তারা অনেক বেশি বেতন নিই কিন্তু গরিবদের ক্ষুদ্র ঋণের ওপর থেকে সুদের হার কমাচ্ছি না। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মহিলাদের ঋণ দিতে চায় না, কিন্তু পুরুষরা যত বেশি ঋণ নেয়, তারা তত বেশি খেলাপি হতে ভালোবাসে। এ ক্ষেত্রে আমরা সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকে বলতে পারি, যেন ব্যাংকিং নীতিমালা নারী বান্ধব করা হয়। অন্যদিকে আমরা নারী উদ্যোক্তাদের জন্য একটা ফাউন্ডেশনও বানাতে পারি। ফাউন্ডেশন বানানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ও দাতাদের কাছে সহায়তা চাইতে পারি।' তিনি আরো বলেন, 'ব্যাংকিং ব্যবস্থায় দুর্নীতি ও এনজিওগুলোর মাথাভারী প্রশাসনের ব্যয় সংকোচনের মাধ্যমে ঋণের সুদের হার কমানো সম্ভব। দারিদ্র্যপীড়িত ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতা মহিলাদের ঋণ ফেরত পাবার জন্য কেন এতো অর্থ ব্যয় করে সেই প্রশ্ন তোলাটাও আজ মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাহমুদা ইসলাম প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'নারীর ক্ষমতায়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে যে কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে সেখানে নারীর ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্র ঋণ যথাযথভাবে বিতরণ ও তার ব্যবহারের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতি ও কৌশল স্থির করা আছে। এখন প্রয়োজন এ নীতি ও কৌশলের সঠিক বাস্তবায়ন। কেননা, বিশ্বব্যাপী একদিকে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে। অন্যদিকে ঋণের ওপর মহিলাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। কেন নেই, এ বিষয়েও আলোচনা হওয়া উচিত।'

প্রধান অতিথি ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, 'মাইক্রোক্রেডিট প্রসঙ্গটি বাংলাদেশের উন্নয়নে সবচেয়ে ভালো দিক। হ্যাঁ এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, ক্ষুদ্র ঋণের উচ্চহার নারীর ক্ষমতায়নের পথে অন্যতম প্রধান বাধা। দীর্ঘদিন বাংলাদেশ ব্যাংক ও পিকেএসএফের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে জড়িত থেকে ক্ষুদ্র ঋণে সুদের হার কমানোর অনেক চেষ্টা করেও কোনো সফলতা অর্জন করতে পারিনি। ঋণ ফেরত প্রাপ্তির ব্যাপারে বারবার মনিটরিং করার জন্য যে অর্থ প্রশাসনিক/ সার্ভিস চার্জ বাবদ ব্যয় হয়, তা ক্ষুদ্র ঋণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সুদের হার বাড়িয়ে ফেলে। বড় ঋণের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত পুরুষদের আধিপত্য একতরফা। দাতারা মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণ দিতে রাজি থাকলেও মাঝারি ঋণগ্রহীতাদের কেউ ঋণ দিতে রাজি নয়। আমার জানা মতে, সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক এ বিষয়ে ভাবছে। মাঝারি স্কেলের ঋণ মহিলাদের ক্ষেত্রে চালু করা উচিত এবং এ বিষয়ে জামানত ব্যবস্থা না থাকাই ভালো। দুর্নীতি, আইন ভাঙার কাজে মহিলাদের তুলনায় পুরুষ অনেক অনেক এগিয়ে। ঢাকা শহরের উঁচু বিল্ডিংগুলো এনজিওদের। পৃথিবীর আর কোথাও এমন নেই। আমার মনে হয়, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এতোটা না করলেও চলতো।'

তিনি মহিলাদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ঋণ বিতরণের বিষয়টি সহজলভ্য করার জন্য ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতা মহিলাদের নিজস্ব একটি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। রাজনৈতিক মতাদর্শের উর্ধ্বে থেকে সবাই মিলে চেষ্টা করলে এ রকম একটি ফাউন্ডেশন গড়ে তোলা সম্ভব বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সেমিনারে সভাপতি, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও ওয়াইজ সভানেত্রী রোকিয়া এ রহমান তার বক্তব্যে বলেন, 'কেন আমরা বেশি সুদ নিই? কেন সুদের হার কমাতে পারি না? এই প্রশ্নটি আমার মাঝে জেগেছে। ১০ বছর আগেও ব্যাংকগুলো মহিলাদের ঋণ দিতো না। মহিলাদের ঋণ দেয়াকে প্রচন্ড ঝুঁকি মনে করতো। মাইডাসে আমরা প্রথম সিদ্ধান্ত নিই জামানত ছাড়া ঋণ দিতে। ৫০ হাজার থেকে ২ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয়া শুরু করলাম। মজার ব্যাপার হলো, মহিলাদের ক্ষেত্রে রিটার্ন প্রায় শতভাগ। মহিলারা আজকে অল্প টাকায় অনেক বেশি লাভ করছেন। মহিলাদের এই দক্ষতায় আমি অবাক হয়েছি। অল্প ঋণে ব্যবসা করা মহিলার কাজের মান ভালো, তারা ব্যবসা শিখেছে, তাদের বাচ্চারা ভালো স্কুলে পড়ছে। মাইডাসে এখন আমরা ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দিচ্ছি। আজকে মহিলাদের মধ্যে নেতৃত্ব তৈরি হয়েছে। এমন কিছু করতে হবে যাতে মহিলারা ভালোভাবে ব্যবসা করতে পারে।'

সালমা আক্তার তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণে অনুসৃত নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতিতে যথেষ্ট অস্বচ্ছতা রয়েছে, এগুলো দূর করে ক্ষুদ্র ঋণে সুদের হার অবশ্যই কমানো প্রয়োজন। ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ঋণগ্রহীতারা যাতে লাভবান হয় সে ব্যাপারে অনুকূল বাজার ও বিপণন ব্যবস্থা সৃষ্টি এবং ঋণগ্রহীতা মহিলাটি যেন সুস্থ, সচেতন, স্বশিক্ষিত হিসেবে ঋণ ব্যবহারে সক্ষম হয় সে উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সকল সুযোগ-সুবিধা, ক্ষুদ্রঋণ মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য উন্মুক্ত করা দরকার।

সেমিনারে অংশগ্রহণকারীগণ ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতা মহিলাদের জন্য একটি নিজস্ব ব্যাংক এবং একটি নিজস্ব ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। এজন্য সরকার, ব্যাংক এবং দেশী-বিদেশী দাতা সংস্থাগুলো যাতে আগ্রহী হয় সেজন্য নেতৃবৃন্দ সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন। ওয়াইজের যুগ্ম সম্পাদক হাসিনা মমতাজের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে সেমিনারের কাজ শেষ হয়।

**'ব্যাংকিং ব্যবস্থায় দুর্নীতি ও এনজিওগুলোর মাথাভারী প্রশাসনের ব্যয় সংকোচনের মাধ্যমে ঋণের সুদের হার কমানো সম্ভব। দারিদ্র্যপীড়িত ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতা মহিলাদের ঋণ ফেরত পাবার জন্য কেন এতো অর্থ ব্যয় করে সেই প্রশ্ন তোলাটাও আজ মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না'** খুশি কবির *সমন্বয়কারী, নিজেরা করি*